প্রথম ভাগ

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

প্রণীত

প্রকাশক

শ্রীআশুতোষ ধর

আশুতোষ লাইব্রেরী

৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা,

চতুর্থ সংস্করণ

১৩৩৮

ছবির সূচী

নদীর পাড়ে·········তিন রঙের ছবি, মুখপত্র।

কলিকাতা

৫নং কলেজ স্কোয়ার,

শ্রীনারসিংহ প্রেসে

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক

মুদ্রিত

মেসার্স কে, ভি, সেন ব্রাদার্স

চিত্রাঙ্কিত
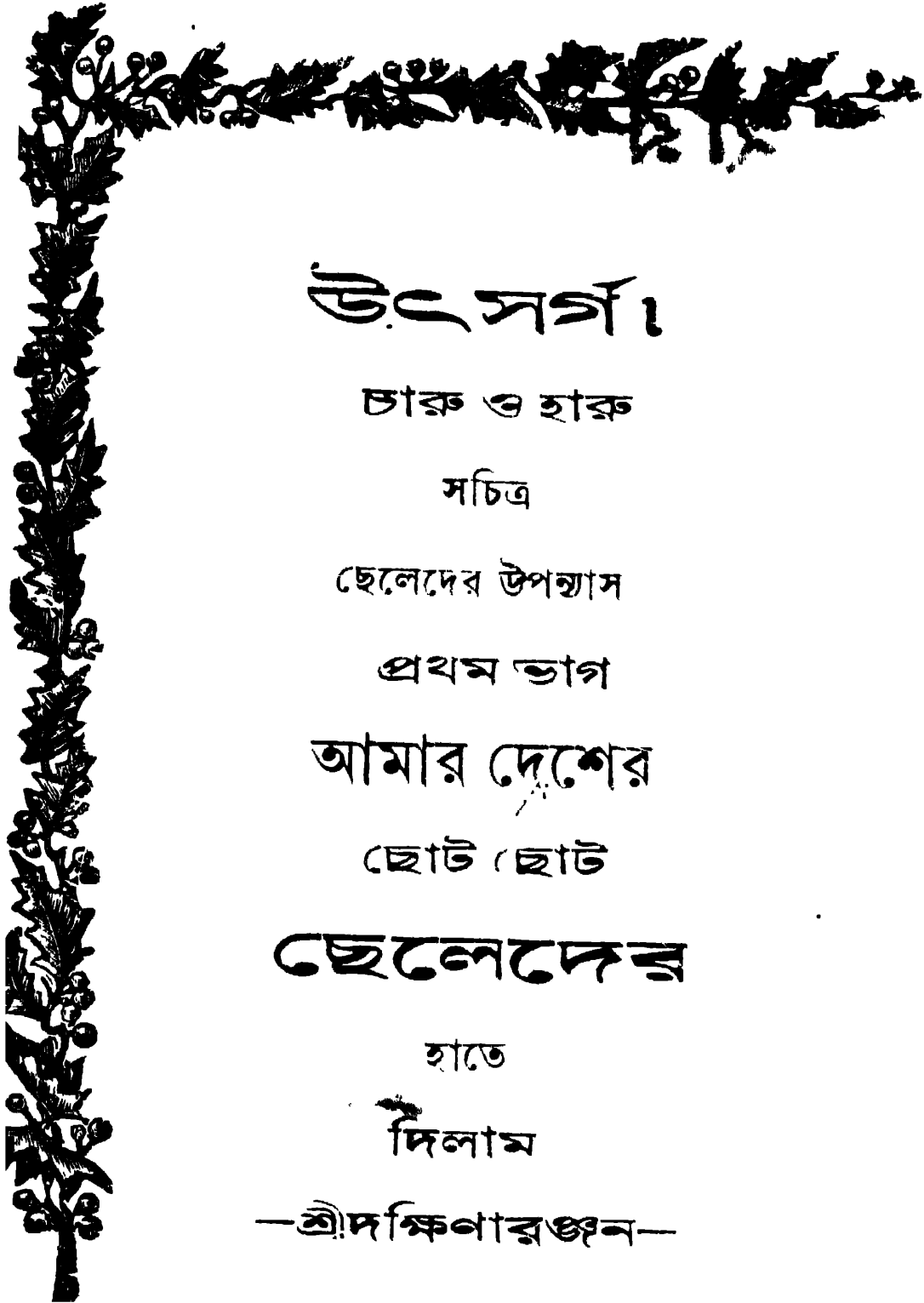
উৎসর্গ।

চারু ও হারু

সচিত্র

ছেলেদের উপন্যাস

প্রথম ভাগ

আমার দেশের

ছোট ছোট

ছেলেদের

হাতে

দিলাম

—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন—

চারু ও হারু—উপহার পৃষ্ঠা

পরম আদরের

শ্রীমান্ [handwritten] সোণার হাতে

চারু ও হারু

উপন্যাস

(প্রথম ভাগ)

——————————র

উপহার

দিলাম

খোকা !

এই উপন্যাস পড়িয়া, চারু ও হারু এই দুই জনের মধ্যে তোর কার মত হইতে ইচ্ছা হয়, এইখানে তাহা লিখিয়া রাখিস্। ইতি।—

তারিখ [handwritten]　　　　শ্রী——————

হারু—

নদীর পাড়ে—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রূপনাথপুর,—

কৃষ্ণরায় জমীদার চৌধুরী ঠাকুর।

ঐশ্বর্য্যের তাঁহার সীমা নাই।

প্রকাণ্ড দীঘি, দীঘির পর বাগান, বাগানের পর উঁচু দেয়াল, দেয়ালের তিন দিকে তিনটি দেউড়ী; সম্মুখের দেউড়ীর উপরে সিংহ। সিংহ ঘাড় বাঁকাইয়া কেশর ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

সেই দেউড়ীর ভিতর দিয়া গেলে আবার সুন্দর বাগান, তাহার পর নাট-মন্দির, আঙ্গিনা, তাহার পর চকমিলান মস্ত চৌ-তলা বাড়ী।

সিপাই বরকন্দাজ দাস দাসী লোকজন রায়ত প্রজায় ধরে না।

দুই ক্রোশ দূরের গ্রাম হইতে বাড়ীর চূড়া দেখা যায়; প্রতি প্রহরে নহবতের বাজনা শোনা যায়; দেবমন্দিরে কাঁসর ঘণ্টার সুর উঠে; দীঘিতে রাজহাঁস সাঁতার কাটে; বাগানে ময়ুরগুলি পেখম খুলিয়া নাচে।

তাঁ'র

একমাত্র পুত্র—'চারু' খোকন্ সোণামণি

আদরে তাহার পদ ছোঁয় না ধরণী।

(২)

রূপনাথপুর,—

দুঃখী পরাণ; জমী জমা নাহিক প্রচুর।

শুধু তাহার ছোট একখানি ক্ষেত।

ছোট ছোট ঢেউ তুলিয়া আকা বাঁকা নদী চলিয়াছে, সেই নদীর পাড়ে, খেজুর বন, বেত বন, বাঁশ বনের পাশ দিয়া ছোট পথ, সেই পথের কাছে, গাছের ছায়ায় ছোট একখানি বাড়ী।—ভাঙ্গা কুঁড়ে; চালে খড় নাই, ভাল বেড়া নাই, হু হু বাতাস লাগে; কোন রকমে বাঁধন ছাঁদন দিয়া, পরাণ, থাকে।

পাড়া-পড়শীও বড় কেহ নাই। যাহারা আছে সকলেরই বাড়ী গাছ-পালার আড়ালে একটু দূরে দূরে। একা একখানি বাড়ীতে থাকে; নিজের ঐ জমীটুকু, দুইটি বলদ আর একটি গাই, এই শুধু তাহার সম্বল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অষ্ট প্রহর খাটিয়া দু'বেলার চারিটি অন্ন তাহার যুটে।

কেবল, যখন ভোরের বাতাস ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া গাছের পাতা নাড়াইয়া দিয়া যায়, ভোরের পাখীর মধুর সুরের সঙ্গে ছোট নদী কুলু কুলু গান গাইয়া উঠে, পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঝিকি মিকি রোদ আসিয়া ছোট উঠানটিতে পড়ে, তখন দূরে মাঠের দিকে চাহিয়া পরাণের মন আনন্দে ভরিয়া যায়। পরাণ ডাকে——

—"হারু!"

তা'র

একটি মাত্র ছেলে 'হারু'

আর কেহ নাই।

পরাণ যায় হালে; সাথে

হারু রাখে গাই।

(৩)

চাঁদ-নিঙ্‌ড়াণ পুতুল সোণামণি খোকন্‌ চারু ;—খোকনকে লইয়া সকলের কাড়াকাড়ি। কে আগে আসিয়া খোকন্‌কে কোলে নিবে, কে সকলের চাইতে ভাল জিনিষটুকু খোকনের হাতে দিবে,—সকলের ছুটাছুটি।

খোকনের মা নাই। মাসী, পিসী, খুড়ী, জেঠী, দিদি, দিদিমা, মামী, খোকন্‌কে ছাড়িয়া কেহ নড়েন না। খোকনের গায়ে পায়ে গহনা ধরে না ; মাথার টুপিতে মাণিক ঝিক্‌ ঝিক্‌ করে, যত গহনা চিক্‌চিক্‌ করে, জরীর পোষাক জরীর জুতা জরীর চাদর ঝক্‌ঝক্‌ করে।

খোকনের জন্য, রাত পোহাইলেই—ক্ষীর, সর, ননী, ছানা, সন্দেশ। খোকন্‌ কত খায় কত ছড়ায়।

রূপার পুতুল, পিতলের ঘোড়া, কাঠের হাতী, রঙ্‌-করা গাড়ী, ভেঁপু, বাঁশী, খোকনের কত কি। খোকন্‌ ঘোড়া ফেলিয়া দিয়া গাড়ীতে উঠে, গাড়ী ফেলিয়া দিয়া হাতীতে চড়ে, কত পুতুল ভাঙ্গে, কত বাঁশী ফেলিয়া দেয়। খোকনের কত ভেঁপু মাটিতে গড়ায়,

কত জুতা হারাইয়া যায়; খোকন্ এক জুতা ফেলিয়া দিয়া আর এক জোড়া পরে, সে জুতা ফেলিয়া দিয়া নূপুর পায়ে পরে।

চারিদিকের লোক কত খুসী হইয়া ছুটিয়া আসিয়া হাততালি দিয়া বলে,—"খোকন্ সোণা, খোকন্ সোণা, নাচ তো!"

খোকন্ নাচে

খোকন্ হাসে, খেলে, নাচে, গায়,
রুণু ঝুনু নূপুর পায়।

দাঁড়ের উপর হীরামণ্, খাঁচার মধ্যে সোণাকাণি ময়না, খোকনের নূপুরের বাজনা শুনিয়া বলিতে-ছিল,—"কুনু খুনু খুনু খুনু;" "খোকন্ কি খা'বে" "জল আন" "কে রে" "রাম রাম বল"; আর খল খল করিয়া হাসিতেছিল।

খোকন্ রুণু ঝুনু করিয়া তাহাদের কাছে ছুটিয়া আসিল, তাহাদিগকে ভেঙ্গ্‌চাইল, ধমক দিল, আর, হাসিয়া গলিয়া পড়িল।

হাসিয়া খেলিয়া খোকনের দিন যায়।

(৪)

দুঃবাম ছেলে হারু ; অতটুকু ছেলে, গাই রাখে, কাঠ কুড়ায়, গাইয়ের দুধ দুহিবার সময় বাছুর ধরে, কোঁচড়ে মুড়ি বাঁধিয়া বাপের সঙ্গে মাঠে যায় আর নদীর ধারে ছুটাছুটি করে।

কাল চেহারা, আর, ভারি চঞ্চল। কাল পাথরে ক্ষোদাই ছোট্ট মূর্ত্তিটি, যেন, সারা অঙ্গে দুষ্টামি আঁকা! সে কি স্থির থাকে? কোঁচড় খুলিয়া মুড়ী খায়, জলে ছোট ছোট ঢিল ফেলে, তাহাতে টুব্ টুব্ করিয়া শব্দ হয় আর হারু হাততালি দিয়া নাচে!

বুধীর বাছুরটি যে ছিল, সেটি কিছুদিন হয় মারা গিয়াছে। তাহার জন্য ছোট্ট ছেলে হারুর মন কেমন-কেমন করে। বাছুরটি কেমন নাচিয়া নাচিয়া আসিত, এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়াইত, তাহার সঙ্গে কত খেলিত; আবার ছুটিয়া যাইত। সেও তো তাহারই মত ছোট ছিল; সে কেমন সুন্দর ছিল, তাহার জন্য মন কেমন করিবে না?

আহা, হারুর সে বেদনা আর কেহ কি বুঝিবে!

হারু বুধীকে কত যত্ন করে, ভাল ভাল ঘাস খাওয়ায়, বুধীর সঙ্গে বাছুরটির কথা, আরও কত কথা বলে।

বাঁশ বনের উপর দিয়া ও কি ডাকিল?—
"বৌ কথা কও" "বৌ কথা কও"।

বৌ-কথা-কও পাখী ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল, অমনি হারু তাহার সুরে সুর মিলাইয়া ডাকিল, —"বৌ কথা কও, বৌ কথা কও"।

পাখীর সুরে আর ছোট ছেলের মধুর সুরে নদীর পাড়টি ভরিয়া গেল।

হারু বাপের সঙ্গে সঙ্গে ধানের ছোট আঁটিটি মাথায় করিয়া, বুধীগাইকে আগে আগে নিয়া, সন্ধ্যার আঁধারে বাড়ী আসে।

(৫)

সোণামণি খোকন্ চারুর ছ' বছরে পা পড়িয়াছে। এক দিন, জমীদার-বাড়ীতে খুব ধুম-ধাম।

খোকন্‌মণির হাতে-খড়ি।

নাটমন্দিরে শানাই, ঢোল, উঠানে জগঝম্প বাজিয়া উঠিল। খাওয়া, দাওয়া, উৎসব।

হাতে-খড়ি হইয়া গেলে কয়েক দিন পর, চৌধুরী-ঠাকুর কৃষ্ণরায়, লোকজন গালপাট্টা-ওয়ালা বরকন্দাজ সঙ্গে, জাঁকাল সাজপোষাক পরাইয়া দিয়া হীরার পাগড়ী মাথায় জড়াইয়া দিয়া, রূপার মকর-মুখের হাতল নূতন পাল্কীতে চড়াইয়া দিয়া, সোণার দোয়াত কলম হাতে দিয়া, খোকন্ সোণাকে পাঠশালায় পাঠাইলেন।

পাঠশালায় লাল কাপড়ের ঝালর, নীল কাপড়ে মোড়া একটি জলচৌকী, তাহার উপর খোকন্ চারু রাজপুত্রের মত পাঠশালা আলো করিয়া বসিল, আর, লিখিতে গিয়াই—কাঁদিয়া ফেলিল।

অমনি ছুটি। খোকন্ বাড়ী ফিরিয়া আসে।

খোকন্ বাড়ী আসিতেই এ আসিয়া খোকন্‌কে কোলে নেয়, ও আসিয়া খোকন্‌কে কোলে নেয়, মাসী পিসী সকলে আসিয়া খোকন্‌কে কোলে নেন ; খাবার, খেল্‌না সকলে ছুটিয়া আনিয়া খোকনের হাতে দেন।

খোকনের তখন মুখে হাসি ধরে না।

এমনি নিত্য। বাড়ীতে রেকাবে রেকাবে ক্ষীর, ছানা, সন্দেশ তৈয়ার থাকে, খাইয়া, গাড়ী ঘোড়া বাঁশী নিয়া খোকন্ খেলিতে ছুটে

"হেইও!"—চিঁহী চিঁহী—ঘোড়া ছুটে।

কি মজা!

পোঁ পোঁ পোঁ বাঁশী বাজে!—

কি মজা!

খেলিয়া টেলিয়া আসিয়া, সন্ধ্যা হইতে না হইতে—

ঘুম!

কি মজা!!

(৬)

নদীর উপর দিয়া "ক্ক্ ক্ক্" করিয়া বকের ঝাঁক উড়িয়া যাইতেছিল। হারু জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, এত বক কেন ? বকেরা কোথায় যায় ?" নদী দিয়া বড় বড় নৌকা যায়, হারু জিজ্ঞাসা করে,—"বাবা, নৌকায় কি নিয়া যায় ?"

হারু বাপের সঙ্গে মাঠে যায়, সারা পথ হারু বাপের কাছে কত কথা জিজ্ঞাসা করে।

গ্রামের কত ছেলে পাঠশালায় পড়ে ; পরাণ এক-এক সময় মনে করে, হারুকে পড়িতে দেই। কিন্তু পাঠশালার মাহিয়ানার যোগাড় করিতে না পারিলে তো হারুকে পড়াইতে পারিবে না ; নিজের অল্প একটু জমী, তাহাতে কুলায় না, পরাণ পাড়া-পড়শীর জমী চষে, ধানের ভাগ পায় কি কলাইয়ের ভাগ পায়, তাহাই দিয়া কোন রকমে তাহার দিন চলে ; কি করিয়া হারুকে পড়িতে দিবে ? পরাণ, মনের কথা, মনের কষ্ট মনেই চাপিয়া রাখে।

আহা, দুঃখীর মনের কথা বুঝি মনেই ফুরায় !

শেষে সে অনেক দিন ভাবিল। ভাবিয়া ঠিক করিল, "আমার তো কিছু নাই, হারুকে যদি পড়াই, বড় হইলে লিখিয়া পড়িয়া হারু সুখে থাকিবে। আমার

যা' হয় হউক, আহা, হারু যদি লিখিয়া পড়িয়া ভাল হয়!—" ভাবিতেও তাহার মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। পরাণের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। কিন্তু, কি করিয়া পরাণ হারুর পাঠশালার মাহিয়ানার যোগাড় করিবে?

একদিন, পরাণ তাহার গরুটি বেচিয়া ফেলিল। গরুটি বেচিয়া, মনের কষ্টে পরাণের দুই বেলা আহার ঘুচিয়া গেল। কিন্তু, পরাণ, সে কষ্ট বুক চাপিয়া সাম্‌লাইয়া লইল।

গরুটি বেচিয়া, পরাণ, কয়েকটি টাকা পাইল।

বুধী চলিয়া গেলে হারুর মন বড়ই ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। হারু বাপকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, বুধীকে দিলে কেন? বুধীকে নিয়া গেল কেন? বুধী আর আসে না কেন?"

হারুর বাবার চক্ষু ছল ছল জলে ভরিয়া উঠে।

কয়েক দিন গেল। সরস্বতী-পূজার দিন হাতে-খড়ি দিয়া, তাহার পরে হারুর বাপ হারুকে একদিন পাঠশালায় নিয়া গেল। কত পড়ুয়া যাইতেছে। হারু পাঠশালায় যাইবে! বাপের সঙ্গে, তাহাদের সাথে সাথে যাইতে হারুর বড়ই ভাল লাগিতে লাগিল। পাঠশালায় গিয়া হারু দেখিল, কত ছেলে! অনেকে

তাহারই মত ছোট ছোট। সকলেই লিখিতেছে। হারুর যেন, মন নাচিতে লাগিল।

পরাণ, হারুকে পাঠশালায় লিখিতে দিল।

পাঠশালার বারান্দায় বসিয়া, পরাণ, দেখিতেছিল। পরাণ যখন দেখিল, হারু লিখিতেছে, তখন পরাণের, আহা, সকল দুঃখ দূর হইয়া গেল; পরাণ, কত সুখে, কত কথাই ভাবিতে লাগিল।

আর হারু? হারু যখন সকল ছেলের সঙ্গে বসিয়া লিখিতে পাইল, তখন হারুর ছোট বুকটুকুর মধ্যে কি আনন্দ খেলিতে লাগিল!

সেদিন বাড়ীতে গিয়া হারুর মনে সুখ ধরে না। কা'ল আবার কতক্ষণে পাঠশালায় যাইবে, সকল ছেলের সাথে সেও লিখিতে পারিবে,—

কি মজা!

রাত্রে হারুর ভাল করিয়া ঘুম আসে না, কা'ল পাঠশালায় গিয়া নিজে নিজে আখরগুলি যদি লিখিতে পারে—

—তবে কি মজা!

বাবাকে আনিয়া সেগুলি দেখাইবে,—

কি মজা!

আহা, এত দিন কেন লিখিতে পাই নাই।

(৭)

দিনের পর দিন যায়।

এইরূপে,—

চারু ও হারু দুই জনে এক পাঠশালায় পড়ে।

ক্রমে দিন যাইতে লাগিল।

খোকন্ বাবু চারু পড়ে কি রকম, শুনিবে ?—

খোকন্ চারু পাঠশালে যান
ছিঁড়েন দু' এক পাতা।
পান্তোয়া খান, হাসেন্, আসেন্,
ভৃত্যে ধরে ছাতা।

ইহার বই ছিঁড়িয়া, উহার পাততাড়ি ছুড়িয়া, উহার শ্লেট ভাঙ্গিয়া দিয়া, উহার কলম কাড়িয়া নিয়া, ইহাকে দুই চাপড়, উহাকে দুই আঁচড়, উহার মুখ ভেঙ্গ্চান, এই সব পড়া করিয়া চারু বাড়ী যায়।

বাড়ীতে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া খোকনের মুখের ঘাম মুছাইয়া, কোলে কাঁধে করিয়া নেয়।

হারু গরীবের ছেলে, এক কোণে একটা ছেঁড়া চটে বসিয়া লেখে। যেমন দুষ্ট তেমনি চঞ্চল; কিন্তু, ঐ বই দোয়াত কলমগুলির মধ্যে তাহার যত মন। দেখিতে দেখিতে পড়াটুকু শিখিয়া ফেলে।

হারুর হাতের লেখা দিন দিন কেমন সুন্দর হইতেছে! পড়া দিতে গিয়া হারু একদিনও ঠেকে না, একটিরও উত্তর দিতে ভুল করে না, শ্রেণীতে হারু সকলের উপরে থাকে।

লিখিয়া পড়িয়া কালি-ঝুলি মাখা হারু বাড়ী যায়।
হারু যায় পাঠশালায়
লেখে পড়ে খেলে,

দরিদ্রের ছেলে হারু,
খায় চাট্টি পান্তা ভাত
বাড়ী ফিরে' এলে।
এইরূপে দিন যায়।

চারুর,—ক্রমে এখন আজ এ অসুখ, কা'ল সে অসুখ, আজ বাড়ীতে এটা ছিল, কাল বাড়ীতে ওটা ছিল, আজ গান, আজ পুতুল নাচ, আজ পূজা, আজ নিমন্ত্রণ। এই সব বলিয়া বলিয়া চারু পাঠশালা কামাই করে। যে

দিন সে পাঠশালায় আসে, সাজ পোষাক করিয়া, বুক ফুলাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, এ শ্রেণীতে ও শ্রেণীতে গিয়া বাহাদুরী করে, ইহার উহার সাথে ঝগড়া করে; পড়া পারে না, আর সকলের নীচে পড়িয়া থাকে।

তাহাতে কি? পড়া না পারিলে, কাঁদিলেই চারুর ছুটি!

হারুর, বাড়ীতে কত কাজ; কলার পাতা পোড়াইয়া ক্ষার তৈয়ার করিয়া তাহা দিয়া কাপড় কাচিয়া লয়, বাপের সঙ্গে ঘরের বেড়া বাঁধে, গোহা'ল পরিষ্কার করে, ধান শুকাইতে দেয়। তবু কি হারু দুষ্টামি করিতে ছাড়ে? হারু এক ধনুক তৈয়ার করিয়াছে; এবার বারোয়ারি পূজার সময় হারু যে যাত্রা গান শুনিয়াছিল, সেই যাত্রাগানে যেমন ধনুক ছিল, ঠিক তেমনি! তাহা দিয়া সাঁই সাঁই করিয়া পাটকাটীর বাণগুলি ছোড়া যায়! সেইটি দিয়া সে বাণ ছুড়িয়া খেলে। নিড়েন লইয়া কুঁড়ের পাশে মাটি খুঁড়িয়া ছোট ছোট গাছ লাগায়; আর ছোট ছোট কলার খোলের নৌকা তৈয়ার করিয়া নদীর জলে ভাসায়।

স্রোতে হারুর নৌকা কতদূর চলিয়া যায়!

তখন হারুর কি মজা!

কিন্তু হারু একদিনও পাঠশালা কামাই করে না। কতদিন বৃষ্টিবাদলে ভিজিয়া, রাস্তায় কত কাদা ভাঙ্গিয়া পাঠশালায় আসিতে হইয়াছে; তাহাতে কি? হারু ঘোষ-বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপের ছাঁচ-তলায় একটু আসিয়া দাঁড়ায়, তাহার পর শ্লেট মাথায় দিয়া, আর যদি মানপাতা পায় তো মানপাতা মাথায় দিয়া এক দৌড়ে গিয়া পাঠশালায় উঠে।

হারুর পড়া দেওয়া হইয়া গেলে, হারু, আর আর ছেলেরা যে সব সুন্দর সুন্দর বই পড়ে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে গিয়া তাহা দেখে। আর ভাবে, আমি কবে এই গুলি পড়িব!

উৎসাহে, দেখিতে দেখিতে হারু এক বই ছাড়াইয়া আর এক বই পড়ে; যেদিন নূতন শ্রেণীতে উঠে, নূতন বই পড়ে, সে দিনটি তাহার কি সুখে কাটে!

চারু, পড়ুক না পড়ুক, নূতন শ্রেণীতে উঠিতে বাধা নাই। নূতন শ্রেণীতে উঠে, নূতন বই পায়, আর কি?

এইরূপে বছরের পর বছর যাইতে লাগিল।

(৮)

ঘোষ-বাড়ীর বকুল তলায় যত ছেলের খেলিবার আড্ডা। পাঠশালার সকল ছেলে এইখানে খেলে।

ননীর পুতুল চারু খেলিতে গিয়াও কাহারও সঙ্গে পারে না। একটু দৌড়াইলেই যেন কতই হাঁপাইয়া পড়ে; ঘামিয়া তাহার চক্ষু মুখ যেন লাল হইয়া উঠে! ফুর্‌ফুরে' চেহারা; সোণার কার্ত্তিকটির মত সে সুন্দর; পাছে গায়ে ধূলা লাগে, জামা ময়লা হয়, তাই সকলের পিছনে খেলে, নয় তো খেলা ফেলিয়া পলাইয়া আসে! আর, প্রায়ই মিছামিছি খেলার সাথীদের সঙ্গে ঝগড়া করে, যা' খুসী তা'ই গালাগালি করে, ভ্রূকুটি করে, রাগিয়া অস্থির হয়।

এইজন্য চারুকে লইয়া খেলিতে কেহই বড় ভালবাসে না।

যেমন লেখাপড়ায়, তেমনি খেলায় হারু যত ছোট ছেলের সর্দ্দার। হারু সকলকে লইয়া খেলে। ছুটাছুটি-খেলা, হা-ডু-ডু-ডু-খেলা, কোন খেলাতেই হারুর সঙ্গে কেহ পারে না। যখন খেলে, তখন হারুকে যেন

—সাড়া পড়িয়া যায়—

সকলের মধ্যে বীর বলিয়া মনে হয়। দিনে দিনে হারুর শরীর কি সুন্দর গড়নের হইয়াছে। যেন, পিটিয়া গড়া। যেমন কাল, তেমনি সুন্দর। কালর কি তোমরা নিন্দা কর? কাল যে কত সুন্দর, হারুকে দেখিলে বুঝা যায়। চওড়া বুকের পাটা, হাড়ে-মাসে জড়ান দিব্য চেহারা; যখন দৌড়ায়, কি সুন্দর দেখা যায়।

হা-ডু-ডু-ডুর ডাক দিয়া হারু যখন ছুটে, তখন চারিদিকে সকল ছেলের মধ্যে যেন সাড়া পড়িয়া যায়।

ছুটিতে, গাছে চড়িতে, সাঁতার কাটিতে, হারুর সমান আর কেহই নাই।

হারুকে না হইলে ছেলেদের কোন খেলাই হয় না।

আর কয়েকটা ছেলে আছে ভারি দুষ্ট, তাহাদের একটার নাম পঞ্চু—কি না পঞ্চানন, একটার নাম নিবারণ, একটার নাম মতি, একটার নাম ভূতো, আর একটার নাম হরিশ। চারু এই দুষ্টগুলির সঙ্গে গিয়া মিশে আর দূরে গিয়া হারুকে, আর, সকলকে ঠাট্টা করে।

খেলায় না পারিয়া শেষে চারু আর উহারা হারুদের গায়ে ঢিল ছুড়িয়া মারিয়া ছুটিয়া বাড়ী পলায়।

(৯)

ক্রমে,—ছেলেদের মধ্যে আর পাঠশালায় হারুর খুব প্রশংসা হইল।

হারুর কথাগুলি কি মিষ্ট! হারুর মুখে চক্ষে হাসি যেন ফুটিয়া রহিয়াছে। পণ্ডিত মহাশয়রা সকলেই হারুকে বড়ই ভালবাসেন। পাঠশালায় ছেলেরাও হারুকে খুব ভালবাসে।

হারুর পড়া বড়ই সুন্দর। দাঁড়াইয়া শুনিতে ইচ্ছা হয়। হারুর হাতের লেখার মতন লেখা আর হারুর পড়ার মতন পড়া পাঠশালার অনেক ছেলে শিখিতে পাগল। হারুর হাতের লেখা দেখিয়া উপরের শ্রেণীর ছেলেরা পর্য্যন্ত অবাক্ হইয়া যায়।

ছোট ছোট ছেলেরা, বড় বড় ছেলেরা সকলে আসিয়া হারুকে ঘিরিয়া ধরে,—"হারু, বল্ তো ভাই তুই কেমন করিয়া এমন ভাল লিখিতে শিখিলি? কেমন করিয়া এমন ভাল পড়া শিখিস্, ভাই, বল্!"

শুনিয়া হারুর বড় লজ্জা করে। ছেলেরা ছাড়ে না; শেষে হারুর বলে,—"ছাখ্ ভাই, পণ্ডিত মহাশয়

যেমন বলেন, বাবা যেমন বলেন, আমি তেমনি লিখি, পড়ি।”

সকল ছেলে ধরিয়া বসে,—“হারু, ভাই, এই-খানটা একটু পড়্‌না ভাই!” হারু লজ্জায় লজ্জায় একটু পড়ে।

তাহার পড়া শুনিয়া সকলে খুসী।

কেবল, সেই যে দুষ্টছেলে কয়েকটা,—পঞ্চু, মতি, হরিশ, নিবারণ, ভূতো,—চারুর সঙ্গে থাকে, তাহারা হারুকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না। হারু তাহাদের কি করিয়াছে? কিছুই না।

তা হারু ওসব কিছু মনেই করে না। সকলে এক সঙ্গে পড়ে, সকলেই ভাই ভাই। হারু সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া, লেখে, পড়ে, খেলে।

পরবছরের শ্রেণীর পরীক্ষায় হারুই সকলের প্রথম হইল।

দিনে দিনে হারু, পাঠশালায় সোণার ছেলে হইয়া উঠিল।

(১)

হারুকে সকলে ভালবাসে, পাঠশালায় হারুর কত নাম, পণ্ডিত মহাশয়রা হারুকে কত ভালবাসেন, হারু শ্রেণীতে প্রথম থাকে, পরীক্ষায় প্রথম হয়; হারুর হাতের লেখা সুন্দর, পড়া সুন্দর, খেলাতেও হারুর সঙ্গে কেহ পারে না; হারুর কত গুণ;— এই সব দেখিয়া চারুর আর সেই দুষ্ট ছেলেগুলি— পঞ্চু, ভূতো, মতি, হরিশ, নিবারণের বড়ই হিংসা হইতে লাগিল।

যাহারা ভাল ছেলে, তাহারা অন্য ভাল ছেলের উপরে হিংসা করিয়া নিজেরাও ভাল হইতে চায়,—"কি! ও এত ভাল, আমিও ভাল হইব; উহার হাতের লেখা সুন্দর, আমিও অমন লিখিতে শিখিব; ও পরীক্ষায় প্রথম হয়, আমিও এখন হইতে এমন করিয়া পড়িব যেন পরীক্ষায় প্রথম হই। ওর অত গুণ, আমিও অমন হইব। খেলায় পারিব না?—খেলায় আমি সকলের প্রশংসা লইব। উহাকে যেমন সকলে ভালবাসে আমিও এমন হইব, যেন সকলে আমাকে উহার চাইতেও বেসি ভালবাসে।"

সে হিংসা এক রকমের।

ইহার অপেক্ষাও যাহারা ভাল ছেলে, তাহারা অন্য ভাল ছেলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া তাহার ভাল গুণগুলি শিখিয়া লয়।

মন্দ ছেলেগুলির তো তাহা নয়, তাহারা ভাবে,—অন্যে কেন ভাল হয়; তাহাদের মতই কেন হয় না? তাহারা যেমন প্রশংসা পায় না, অন্যেও যেন তেমনি কোনরকমে প্রশংসা না পায়। কখনও নিজেরা তো ভাল হইবেই না; অন্যে ভাল হয় কি প্রশংসা পায়, ইহাও এই মন্দ ছেলেগুলা দুই চক্ষে দেখিতে পারে না।

হায়, এই সব ছেলেগুলার মন কি ছোট !

এমনি ছোট মন সেই সব দুষ্ট ছেলেগুলা, আর, তাহাদের সঙ্গে চারু, কেমন করিয়া হারুর মন্দ করিবে সকলে মিলিয়া তাহাই যুক্তি করিতে লাগিল !

পঞ্চু বলিল,—“ভাই, কি করিয়া হারুকে জব্দ করি ?”

মতি বলিল,—“তা’ই তো, কেমন করিয়া করিবি ?”

নিবারণ বলিল,—“এক দিন হারুকে একা একা পাইলে হয় !”

কতক্ষণ থাকিয়া, পঞ্চু, আর ভূতো বলিল,—“দ্যাখ্ ভাই, ত’ার আগে, একদিন হারুর বই চুরি করিয়া নিব।”

শুনিয়া চারু, মতি, হরিশ, নিবারণ বড়ই খুসী হইয়া বলিল, “বেশ্ ভাই বেশ্ হইবে !”

সকলে যুক্তি করিয়া রহিল।

যাহারা কাহারও মন্দ করিতে যায়, তাহাদেরই মন্দ হয়। হারু বাহিরে গিয়াছে, সেই সময় হারুর বই চুরি করিতে গিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের হাতেই —পঞ্চুটা ধরা পড়িল ! যেমন দুষ্ট তেমনি তাহার সাজা ! খুব বেত খাইল ! বই চুরি করিতে পারিল না !

মভাগ —২

—বই চোর—

—দোয়াত চোর—

ইহাতে দুষ্টদের মনে মনে আরও রাগ হইল।

ভূতো আর নিবারণ বলিল,—“আচ্ছা, দাঁড়াও, কা’ল দোয়াত চুরি করিব।”

দোয়াত বেড়ায় টানান ছিল। চুরি করিতে গিয়া দোয়াতের যত কালি, চোর ভূতোটার মাথায়, মুখে, গায়ে ঢালিয়া পড়িল। ধরা পড়িল! কেমন মজার সাজা হইল!

অপমান!—পণ্ডিত মহাশয় দোয়াত-চোরকে সকল শ্রেণীতে শ্রেণীতে নিয়া গিয়া দেখাইলেন,—“দেখ দেখ, চোরের সাজা দেখ!”

অপমানে দুষ্টগুলার, হারুর উপর আরও রাগ হইতে লাগিল।

হায়, হারুর কি দোষ? হারু কি কোন দিন তাহাদের কোন অনিষ্ট করিয়াছে? উহারাই তো মিছামিছি হারুর অনিষ্ট করিতে আসিয়া নিজেরা জব্দ হইয়াছে।

দুষ্টগুলির এইরূপই হয়। হারুর মন্দ করিতে না পারিয়া চারুর আর যত দুষ্ট ছেলেগুলির, মনে মনে বড়ই দুঃখ হইতে লাগিল।

(২)

নদীর পাড়ে বাঁশবনের তলায়, ছায়ায় বসিয়া হারু ও কি দেখিতেছে ?

খেলিতে খেলিতে হারু তাহার নূতন ধনুক খানি নিয়া ঐখানে গিয়া বসিয়াছে। হারু দেখিতেছিল, সুন্দর ঝিকিমিকি রোদে নদীখানি ভরিয়া গিয়াছে, ঢেউয়ের মাথায় মাথায়, পাড় দিয়া গাছের পাতায় পাতায়, ধানক্ষেতের উপর দিয়া রোদ ছুটাছুটি খেলিতেছে ; চীলের বুকে, বকের পাথায় পাখায় রোদ রূপার মত হইয়া ঝলক দিয়া উঠিতেছে ; আকাশে ধব্‌ধবে' আভ্‌গুলি ফুলিয়া ফুলিয়া ছুটিতেছে ; অনেক দূর হইতে বাতাসে সাদা সাদা পাল উড়াইয়া, ঢেউ ভাঙ্গিয়া, কেমন সুন্দর নৌকাগুলি আসিতেছে !

ঐ নৌকাখানা সোঁ সোঁ করিয়া চলিয়া গেল।

নৌকাগুলি কেমন সুন্দর চলে। ঐ আরও একটা, ঐ যে আরও একখানা, ঐ যে ওদিকে আরও একখানা, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ,——ও—ই যে তাহার পিছনে আরও কত !

নদীর বাঁকে বাঁকে কতগুলি নৌকা চলিয়া গেল।

হারু ভাবিতেছিল, তাহাদের এই নদী দিয়া রোজ এমনি, কি সুন্দর, কেবলি ঐ কত নৌকা যায়! ঐ দূরে দূরে কত কত নৌকা। কোথায় যায়? না-জানি কত দেশে যায়। কত কি বোঝাই নিয়া নিয়া কত দেশ হইতে আসিয়া, আবার বুঝি সেই কত দেশেই যাইতেছে!

নৌকার লোকেরা ব্যবসায় বাণিজ্য করে; না? নৌকায় করিয়া কি বোঝাই নেয়? ধান, চা'ল, কলাই, এসব নেয়; না-জানি আরও কত কি নেয়। আচ্ছা, এই যে মাঠ, ধানের ক্ষেতে তো কত ধান হয়, এই সব ক্ষেতের ধানও বুঝি ওই সব নৌকায় যায়, না? আবার অন্য দেশের ক্ষেতের ধানও তো এই দেশে আসে, আর, আর আর দেশেও যায়? না? আচ্ছা—"

হারু ভাবিতে ভাবিতে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

—তা'ই তো! তবে তো এই রকমে না-জানি কোন্ দেশ হইতে ধান কলাই কোন্ দেশে যায়, কত দেশের ধান কলাই কত দেশে আসে!

—বাঃ! কি সুন্দর!

এমন সময় পা টিপিয়া টিপিয়া পিছন হইতে আর একটি ছোট ছেলে চুপি চুপি আসিয়া হারুর চোক চাপিয়া ধরিল।

হারু বলিল,—“রহিম ?

—নরু ?

—অবিনাশ ?”

“ভাই, আগে যা’র নাম করিয়াছিস্, সেই।” বলিয়া রহিম হারুর চোক ছাড়িয়া দিল।

দুই জনে হাসিতে লাগিল।

তখন দুইজনে গলাগলি ধরিয়া বসিয়া নৌকা দেখিতে লাগিল আর গল্প করিতে লাগিল।

হারু বলিল,—“ভাই, নরু আসিল না কেন ? অবিনাশ আসিল না কেন ?”

নরু, অবিনাশ, হারু, রহিম, সকলেই একসঙ্গে পড়ে।

রহিম বলিল,—“ভাই, আজ বুঝি তাহারা আসিবে না।”

হারু বলিল,—“চল্ ভাই, নরুদের বাড়ী যাই। নরুদের বাড়ী হইতে ফুলের গাছ আনিতে হইবে।”

রহিম, হারু, দুইজনে নরুদের বাড়ীতে চলিল।

(৩)

ইহার পরদিন, হারু একা, পাঠশালা ছুটির পর খেলা-ধূলা করিয়া বাড়ী যাইতে হঠাৎ বিষম একটা হোঁচট্ খাইয়া হারু পড়িয়া গেল। পড়িতেই, হারুর দোয়াত ছিট্‌কাইয়া খানিকটা কালি চারুর জামায় লাগিয়া গিয়াছে।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া, চারুর জামা দেখিয়া হারু বলিল,—"খোকন্ বাবু, কি করিলাম!"

পঞ্চু, হরিশ, নিবারণ, সকলে ছিল। আজ চারু, আর, সকলে, যো পাইল। চারুর নূতন জামার এই অবস্থা! রাগে চারু ফুলিতেছিল। কি! হারু তাহার জামায় কালি দেয়! পঞ্চু, হরিশ, নিবারণ, সকলে চারুকে আরও উস্‌কাইয়া দিল। চারু, দুই হাতে, জামার কালি দোয়াতের কালি সব হারুর মুখে নাকে গালে দাঁতে গায়ে কাপড়ে ঘসিয়া দিল। "বাঁদর! পাঠশালায় ভাল ছেলে হইয়াছিস্ কিনা, তাই দেমাক হইয়াছে! আমার জামায় কালি দিস্, উল্লুক! পাজি!" চারু যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া গালি দিতে লাগিল।

হারুর পা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। হারু বলিল,—"খোকন্ বাবু, আমি ইচ্ছা করিয়া দেই নাই।"

"হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সং ত্যাখ্ রে! সং!—"

বলিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হারুর নাকে মুখে দাঁতে কালি লাগিয়াছে, কথা বলিতে বিশ্রী দেখাইতেছিল কি না, তাই ভারি মজা পাইয়া দুষ্টগুলা খুব নাচিতে লাগিল আর হাঃ! হাঃ! হীঃ! হীঃ! করিয়া হাসিতে লাগিল।

হারুর বড়ই রাগ হইতেছিল; কিন্তু হারু কিছুই বলিল না।

চারু বলিল,—"তুই কালি দিলি কেন?"

"আমি ইচ্ছা করিয়া দেই নাই।" বলিয়া, আর কিছু না বলিয়া হারু চলিয়া যাইতে লাগিল।

চারু বলিল,—"পাজি! ইচ্ছা করিয়া দিস্ নাই? মিথ্যাবাদী হনুমান্!"

হারু ফিরিয়া বলিল, "খোকন্ বাবু, মিছামিছি গালি দিবেন না।"

চারু বলিল,——"গালি দিব না কি রে?"

পঞ্চু, নিবারণ বলিল,—“জানিস্ খোকন্ বাবুর সঙ্গে বড় বড় বড় কথা বলিস্ না।” সকল দুষ্টছেলে “মিথ্যাবাদী **হনুমান্**!!” “মিথ্যাবাদী **হনুমান্**!!” বলিয়া হারুর পিছনে হাততালি দিতে দিতে চলিল।

হারু দাঁড়াইল। বলিল,—“দেখ, মিথ্যাবাদী মিথ্যাবাদী বলিও না।”

চারু ছুটিয়া আসিল—“কি করিবি তুই? জানিস্ আমার বাপের ভিটায় থাকিস্, আমার বাবার পাঠশালায় পড়িস্। এখনি তোকে দেখাইতে পারি। পঞ্চু, নিবারণ, হরিশ, ধর্ না বাঁদরকে।”

আজ খুব যো পাইয়াছে। নিবারণেরা সকলে মিলিয়া হারুকে ধরিতে ছুটিল।

হারু, চাদর গুটাইয়া দাঁড়াইল। বলিল,—“ধরিবে? এস না, কে ধরিবে এস।”

চারু আর দুষ্ট ছেলেগুলা হারুর মূর্ত্তি দেখিয়া পিছাইয়া গেল।—

—চারু বলিল,—“কি!!—” বলিয়াই, বড় এক ঢিল কুড়াইয়া নিয়া জোরে হারুর মাথায় ছুড়িয়া মারিল।

হারু অমনি সিংহের মত লাফাইয়া চারুকে ধরিতে গেল।

এমন সময়, হারুর বাপ দূর হইতে ছুটিয়া আসে,—"হারু, হারু!—ওরে, ওরে ওকি করিস্!—সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!!—"

বাপকে দেখিয়া হারু থামিয়া গেল;—রাগে দুঃখে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সেই সময় চারু হারুর নাকে মুখে এক ঘুসি মারিয়া চলিয়া গেল।

—চারু—

(৪)

চারু, দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে খুব স্ফূর্ত্তি করিয়া, তাহার পরে বাড়ী গেল। বাড়ী গিয়া চাকরদের কাছে, মাসীমাদের কাছে, পিসীমাদের কাছে খুব বড়াই করিতে লাগিল,——"হারু আমার জামায় কালি দিয়াছিল, আমি তাহাকে খুব করিয়া মারিয়া দিয়া আসিয়াছি।"

কৃষ্ণরায় সে কথা শুনিলেন। বলিলেন,—"বেশ্ করিয়াছিস্, ও জামা কাপড় ছাড়িয়া ফেল্।" চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ধন্নু! খোকার নূতন জামা কাপড় দে। আহাম্মক বেটা, খোকাকে যেখানে সেখানে

—৩৬— —ঘুসি মারিয়া চলিয়া গেল— ["চারু ও হারু" - ৩৬ পৃষ্ঠা

প্রথম ভাগ—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হারু, বাপের সবগুলি কথা শুনিল। শুনিয়া, হারু, আর, কাঁদিল না। চারুকে সে মনে মনে নমস্কার জানাইল। চারু যে তাহাকে এত শাস্তি করিয়াছে, সব ভুলিয়া গেল। গিয়া, সে যে গাছ-গাছালি লাগাইয়াছিল, সেইগুলিতে জল দিতে লাগিল।

(৫)

খোকন্ বাবু চারু এখন আরও ভাল ভাল পোষাক পরিয়া, নূতন ঠেলা-গাড়ীতে করিয়া, দেমাকে, আহ্লাদে, নানা ভঙ্গীতে ফুলিতে ফুলিতে পাঠশালায় যায়।

হারু, পাঠশালায় গিয়া আপন মনে লেখে, পড়ে, চারুকে দেখিলে মাথা নোয়াইয়া নমস্কার দেয়।

ইহাতে চারু দুষ্ট ছেলেদের কাছে বড়াই করে, —"দেখিলি! হারুকে কেমন আক্কেল দিয়াছি!"

মূর্খ চারু মনে করে, বুঝি হারু তাহারই ভয়ে নমস্কার করে।

চারু আরও গর্ব্বে ফোলে।

দুষ্ট ছেলেগুলাও ভারি খুসী। বলিতে লাগিল,—"কেমন। হারুর সে দিন কেমন সাজা হইয়াছিল। কেমন সং সাজিয়াছিল।"

অন্যায় করিয়া হারুকে মারিয়া আজ তাহাই লইয়া ঠাট্টা করে, নিজেরা যে চুরি করিতে গিয়া কালি-মাখা-মুখে সং সাজিয়াছিল দুষ্টগুলা দু'দিনেই তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।

হায়। উহাদের কি লজ্জা আছে?

(৬)

দেখিতে দেখিতে চারু হারুদের পরীক্ষার বৎসর আসিল। উচ্চ-প্রাইমারী পরীক্ষা। তখন নিম্ন-প্রাইমারী পরীক্ষা ছিল না। ছেলেরা উচ্চ-প্রাইমারী পরীক্ষা দিয়া, তাহার পর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিত।

উচ্চ-প্রাইমারী পরীক্ষাও বৃত্তির পরীক্ষা।

হারুর মন-ভরা কত উৎসাহ, প্রাণ-ভরা সুখ। গত বৎসর আর তাহার আগের বৎসর ঘোষ-বাড়ীর যাদব দাদা মাধব দাদারা দুই ভাই পরীক্ষা দিয়া জলপানি পাইয়াছিল;—এইবার হারুও সেই পরীক্ষা দিতে পাইবে!

মাসে মাসে তিনটাকা করিয়া জলপানি, পরীক্ষায় জলপানি পাইলে তাহাদের সংসারে কত সাহায্য হইবে, বাবা কত তুষ্ট হইবেন।

হারুর মন সুখে ভরিয়া উঠিল। হারু মন দিয়া পড়িতে লাগিল।

তাই বলিয়া কি হারুর আর সব কাজে অযত্ন? তাহা নয়। তাহার খেলা, বাড়ীর আর আর কাজ কর্ম্ম, সে সবও হারু করে। আর, মন-প্রাণ দিয়া পড়ে।

হারু যেটুকু পড়ে তাহা হারুর মনের মধ্যে গাঁথা থাকে।

হারুর মনের উৎসাহ তাহার সুন্দর মুখখানিতে ফুটিয়া উঠিল। হারুকে যেন আরও সুন্দর দেখাইতে লাগিল।

রহিম, নরু, অবিনাশ, ইহারাও খুব পড়িতে লাগিল। হারুর সঙ্গে তাহাদের খুব ভাব। হারুকে পড়িতে দেখে, তাহারা কি না পড়িয়া পারে? কেবল, সেই যে দুষ্টগুলি,—পঞ্চু, হরিশ, মতি, নিবারণ, ভূতো, সেগুলির পরীক্ষার নামে গায়ে জ্বর আসিল। পণ্ডিত মহাশয় যখন বলেন,—"ওরে পরীক্ষার বৎসর, পড়্, পড়্।" তখন তাহারা চমকিয়া উঠে। বাড়ীতে বাপ খুড়ারা সকলে বলেন,—"এবার যদি পরীক্ষায়

না পার, তবে বুঝিবে। ওপাড়ার ছেলেরা জলপানি পাইল, দেখি এবার তোমাদের কি হয়।”

শুনিয়া উহাদের মুখ শুকাইয়া যায়। এতদিন ছুষ্টামী করিয়া, খেলিয়া দিন কাটাইয়াছে, এখন পাঠশালাতেও মুখ চুণ, বাড়ীতেও মুখ চুণ!

ছুষ্টগুলা পাঠশালা হইতে পলায়, বাড়ী হইতে পলায়, দীঘির ওই ওপারে খোকন্ বাবুদের বাগান-বাড়ী, সেইখানে গিয়া, কি, এখানে ওখানে গিয়া লুকাইয়া বেড়ায়। যখন সকলে পলাইয়া গিয়া একত্র হইয়া খেলায় মন দেয়, তখন পরীক্ষা টরীক্ষা ভুলিয়া গিয়া ধিড়িং ধিড়িং নাচ! তাহার পর মারামারি, ঝগড়া!!

খোকন্‌বাবু চারুর অহঙ্কার কে দেখে; এবার তাহার পরীক্ষার বৎসর!! চারু খুব মোটা ঝক্‌ঝকে' সোণার নূতন হার পরিয়া আসিয়াছে, আগে ছুইটা আংটি ছিল, আজ পাঁচটা আংটি হাতে দিয়া আসিয়াছে। হারু এক কোণে বসিয়া পড়িতেছিল, তাহাকে গিয়া গর্ব্ব করিয়া করিয়া সেই সব দেখাইতে লাগিল,— বলিল,—“দেখিয়াছিস্! বাবা এবার এই সব জিনিষ

দিয়াছেন। আর এই ছাখ্ তিনটা ঝক্‌ঝকে' সোণার মোহর।।" ঘাড় বাঁকাইয়া বুক ফুলাইয়া চারু মোহরগুলি বাহির করিল,—"এই ছাখ।"

সকল ছেলে মোহর দেখিয়া, অবাক্।

হারু দেখিয়া বলিল,—"খোকন্‌বাবু, এইগুলি মোহর?—সোণার টাকা।"

"হাঁ। মোহর কখনও দেখিয়াছিস্? কোণের ব্যাঙ্ সারাদিন ঘ্যাঙর্ ঘ্যাঙর্ করিয়া কেবল পড়িতেই পারিস্। মোহর কখনও পাইবি?" বলিয়া চারু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হারু মোহর দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

চারু রোজ মোহর জামার পকেটে করিয়া নিয়া আসে, ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজায়, সকলকে দেখায়, হার দোলাইয়া, আংটি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বেড়ায়। তখন যে, তাহার মুখের ভঙ্গী।

এইগুলি তাহার পরীক্ষার পড়া।

পণ্ডিত মহাশয় চারুকে পড়িতে বলিলে, চারু বই দিয়া মুখ ঢাকিয়া হাসে।

(৭)

উহার দুই তিন দিন পর, একদিন পাঠশালায় আসিতে কুলতলার পথে, হারু, ধূলার মধ্যে কি একটা জিনিষ চক্ চক্ করিতেছে দেখিতে পাইল। কাছে গিয়া দেখিল,—ঠিক যেন একটা মোহরের মত দেখা যায়!

হারু উহা তুলিয়া লইল। দেখিল,—"তাহাই তো! এটি বোধ হয় খোকন্‌বাবুর মোহর!" ধূলা মুছিয়া গিয়া মোহরটি তখন ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল। হারু অবাক হইয়া মোহরটি দেখিতে লাগিল।

হারু ভাবিল,—"খোকন্‌বাবুর মোহর এখানে কেমন করিয়া আসিল? পাঠশালায় নিয়া যাই, খোকন্-বাবুকে দিব।"

হারু মোহরটি আঁচলে বাঁধিয়া পাঠশালায় চলিল।

কতক দূর যাইতে,—পঞ্চু, হরিশ, নিবারণেরা, পাঠশালায় যায়, তাহাদের সঙ্গে দেখা। হারু তাহা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ভাই, তোরা জানিস্?—

খোকনবাবুর কি মোহর হারাইয়াছে? আমি কুলতলায় একটা মোহর পাইলাম।"

পঞ্চুরা বলিল,—"দেখি!"

হারু তাহাদিগকে মোহর দেখাইল।

তাহারা বলিল,—"তা'ই তো। তুই পাইয়াছিস্?—
—বাঃ। সে দিন খোকন্‌বাবু কুল পাড়িতে আসিয়া মোহর হারাইয়া গিয়াছেন। আমরা একটা পাইয়াছিলাম, সেটিকে নিয়া সেঁক্‌রার দোকানে বেচিয়া পাঁচ টাকা পাইলাম, তাহা দিয়া আমরা তিন দিন ধরিয়া সন্দেশ কিনিয়া খাইয়াছি। খোকন্‌বাবু শুনিয়াও কিছু বলেন নাই। চল্ ভাই, এটিকে বেচিয়াও আমরা মজা করিয়া সন্দেশ কিনিয়া খাইব।"

হারু কিছু বলিল না। কেবল বলিল,—"ছি ভাই, আমি তাহা পারিব না। এ মোহর খোকন্‌বাবুর, আমি মোহর নিয়া তাঁহাকে দিব।"

হারু পাঠশালায় গেল, গিয়া মোহর নিয়া চারুকে দিল।

পণ্ডিত মহাশয় মোহরের কথা শুনিয়া হারুর খুব [প্রশং]সা করিতে লাগিলেন।

চারু বলিল,—"না পণ্ডিত মহাশয়, ভাগ্যে ওরা দেখিয়াছিল তাহা না হইলে মোহর পাইয়াই হারু উহা চুরি করিত।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"ছি চারু, অমন কথা বলিও না। ভগবানের আশীর্ব্বাদ থাকিলে হারু কি মোহর উপার্জ্জন করিতে পারিবে না?"

চারু বইয়ের আড়ালে মুখ লুকাইয়া বলিল,—
—"ইস্"।—

প্রথমভাগ—৪৯ পৃষ্ঠা —অন্ধের লাঠি পুকুরের জলে ফেলিয়া দেয়—

—আহা,-ছানাটিকে কি করিয়া বাঁচাইবে—

প্রথমভাগ—৫৪,পৃষ্ঠা।

(৮)

উহার পরে,—দিন যায়। পঞ্চুদের সঙ্গে মিশিয়া চারু এখন পাঠশালা পলাইতে শিখিয়াছে।

দীঘির ওপারে চারুদের বাগান-বাড়ী। বাগানে কত ফুলের গাছ, ফলের গাছ। কত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। চারিদিকে গন্ধ ছুটিতেছে; শত শত প্রজাপতি উড়িয়া উড়িয়া আসিতেছে।

বাগানে দুইটি সুন্দর পথ, পথ দুইটির একদিক ফলের বাগানে গিয়া মিশিয়াছে, আর এক দিক গোল হইয়া দালানের সিঁড়িতে গিয়া ঠেকিয়াছে। সম্মুখে ফোয়ারা; ফোয়ারার মুখে হুস্ হুস্ করিয়া জল উপরে উঠিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। জলে কত লাল নীল রঙ্ খেলিতেছে। চৌবাচ্চায় লাল নীল রঙের মাছ। পুকুরে কত মাছ। এক পাশে কত পদ্ম ফুটিয়া আছে। রাজহাঁসগুলি পাল তুলিয়া পদ্মবনে গিয়া ভিঁড়িতেছে।

ফলের বাগানে কত রকম কাঁচা পাকা ফল দূর হইতে সূর্য্যের কিরণে সোণালী আর সবুজ পাতার মধ্যে

সুন্দর দেখা যাইতেছে। কত রকমের পাখী, ফল খাইতেছে, গান গাইতেছে; তাহাদের মধুর স্বরে বাগানখানি ভরিয়া যাইতেছে।

সেই খানে গিয়া মূর্খ চারু আর দুষ্টগুলি মিলিয়া ফুল ছিঁড়ে, গাছের ডাল পালা ভাঙ্গে, পাখীর ছানা পাড়ে, প্রজাপতিগুলিকে ধরিয়া নানা সাজা করে, লাল নীল মাছগুলিকে তুলিয়া মারে; ময়ূরের পুচ্ছ টানিয়া ছিঁড়িয়া দেয়; ঢিল ছোড়ে, পাখী মারে, দালানে কবুতরের বাসা,—কবুতরের বাসা ভাঙ্গিয়া ডিম নিয়া যায়, ছানা-কবুতরগুলিকে ধরিয়া ডানা মোচ্ড়াইয়া দিয়া তামাসা দেখে।

হাঁসগুলিকে ধরিয়া তাহার পালক ছিঁড়িয়া নেয়। কলম বানাইবে! কি বুদ্ধিমান্! ওগুলিতে কি কলম হয়? শুধু শুধু উহাদিগকে কষ্ট দেয়।

পাখীর ছানাগুলি আনিয়া তাহাদের ডানায় দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া নেয়, কোনটার পায়ে সূতা বাঁধিয়া উড়াইয়া দিয়া মজা দেখে। উহারা চিঁ চিঁ করিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া আর যখন পারে না, মরিয়া যাইবার মতন হয়, তখন সেগুলিকে নিয়া কুকুর দিয়া খাওয়ায়।

ছি, ছি, কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর!

অন্ধ খোঁড়া ভিক্ষুকেরা বাগানের পাশের রাস্তা দিয়া যায়, উহারা গিয়া তাহাদিগকে ভেঙ্গ্‌চায়, ঢিল ছোড়ে, ধূলা কাদা দেয়; তাহাদের ভিক্ষার ঝুলি, হাতের লাঠি, কাড়িয়া নিয়া পুকুরের জলে ফেলিয়া দেয়!!

আহা! নিরুপায় অন্ধ খোঁড়ারা পথের ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে থাকে!

এই সব করিয়া চারু ঘামিয়া চুমিয়া বাড়ী যায়। বাড়ীতে গিয়া যত সব মিথ্যা কথা বলে; আর, মাসী, পিসী, দিদি, দিদিমার কাছে দৌরাত্ম্য—"আমার ক্ষুধা পাইয়াছে!"

আহা, খোকনের ক্ষুধা পাইয়াছে,—অমনি চারিদিক হইতে—

"ষা'ঠ্" "ষা'ঠ্" "ষা'ঠ্" "ষা'ঠ্" "ষা'ঠ্"

(৯)

হারুদের বাড়ীতে, ঐ যে শালিকের ছানাটি লাউয়ের মাচার উপর নাচিতেছে, ওটি——হারুর বন্ধু।

হারুদের বাড়ীটি এখন কেমন সুন্দর হইয়াছে। হারু যে বাড়ীতে ছোট ছোট গাছ লাগাইয়াছিল, তাহাতে হারুদের কুঁড়ের কাছে ছোট একটু বাগানের মত হইয়াছে। আর, তাহার পর হারু, কি করিয়াছে, জান? হারুদের কুঁড়ের পাশে বেগুন ক্ষেত; হারু তাহার ধারে ধারে আরও কত গাছ আনিয়া লাগাইয়াছে। হারু ছোট একটু মরিচের ক্ষেত করিয়াছে, একটু আদার ক্ষেত করিয়াছে। হারুর বাপ লাউগাছটিতে ভাল করিয়া মাচা দিয়া দিয়াছে। হারু সিমের গাছ লাগাইয়াছিল, তাহাতে এখন খুব সিম হইয়াছে। পাঠশালা হইতে আসিয়া

হারু এখন রোজ এইগুলির যত্ন করে। এখন আর তাহাদের তরি-তরকারি কিনিতে হয় না। বড় আম-গাছগুলির পিছন দিয়া হারু এক সারি শুপারির চারা লাগাইয়া দিয়াছে। কলাগাছ লাগাইয়াছিল, কলা-গাছের তিন চারিটার কলার ছড়া খুব বড় হইয়াছে। নেবু গাছে ফুল ধরিয়াছে। নারিকেলের চারা দুইটি পাতা মেলিয়াছে। নরুদের বাড়ী হইতে গাঁদা ফুলের গাছ, করবীর গাছ, জবা ফুলের গাছ আনিয়া কুঁড়ের সাম্নে দু'সারি করিয়া লাগাইয়া দিয়াছিল, সেগুলিতে রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

ও পাড়ার বামণ-পিসী আসিয়া ডাকেন,—"হারু, আমার পূজার ফুল কৈ ?"

হারু তাঁহাকে পূজার ফুল তুলিয়া দেয়, সিম, বেগুন, এসব দেয়। হারুর তাহাতে কত আনন্দ।

বামণ-পিসী রামায়ণ নিয়া আসেন, হারু তাঁহাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনায়। রামায়ণের কত জায়গা হারুর মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। রামায়ণ তাহার কাছে কত সুন্দর লাগে। তাহার মুখে রামায়ণ পড়া শুনিয়া বামণ-পিসী, আর পাড়ার সকলে কত খুসী।

পাড়া-পড়শীর চিঠিপত্র লিখিতে হইলে,—হারু। হারু, কি সুন্দর করিয়া তাঁহাদের চিঠিপত্র লিখিয়া দেয়!

সন্ধ্যাবেলা হারুর বাপ বাড়ী আসে, হারু বাপের কাছে বসিয়া কত ভাল ভাল কথা, কত ভাল ভাল উপদেশ শুনে। হারুর বাপ চক্ষের জলে ভাসিয়া কত কথা বলে।—
—কত সুখের কথা, কত দুঃখের কথা, কত উপদেশের কথা।

হারুর বাপ বলে,—"হারু, ছাখ্, আমাদের আর কেহ নাই; আমাদের ভগবান্ আছেন। ভগবান্ দয়া করিলে, তুই ভাল হইলে, আমাদের আর কোনই দুঃখ থাকিবে না। তোকে যে, হারু, লেখা পড়া শিখিতে দিতে পারিয়াছি, সে কেবল ভগবানের দয়ায়। ছাখ্ বাবা, ভগবানের কত দয়া!—ভগবান্ আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদের জন্য অন্ন দিয়াছেন। পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ ইহাদের জন্য আহার দিয়াছেন। গাছ, লতা, পাতা, তৃণটুক, পিঁপ্ড়াটি, যা' কিছু দেখিতেছিস্, হারু, সব তাঁহার সৃষ্টি। হারু, সকল সময় তাঁহাকে ভক্তি করিস্।

সকালে সন্ধ্যায় ভগবান্‌কে প্রণাম করিতে ভুলিস্‌ না।"

এসব শুনিয়া হারুর মনের মধ্যে কেমনি যেন সুন্দর লাগে। হারু, সকালে সন্ধ্যায় ভগবান্‌কে প্রণাম করে। ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া, পড়িতে বসে।

একদিন পাঠশালা হইতে আসিয়া হারু গাছগুলিতে জল দিতেছিল, রহিম আর .অবিনাশ সেদিন হারুর ওখানে আসিয়াছে। হারুকে গাছে জল দিতে দেখিয়া রহিম আর অবিনাশেরও গাছে জল দিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। তাহারা আর থাকিতে পারিল না, কলসী তুলিয়া নিয়া তাহারাও জল দিতে লাগিল।

তাহাদের বড়ই ভাল লাগিতে লাগিল। রহিম বলিল,—"হারু, ভাই, আমিও বাড়ীতে এই রকম বাগান করিব।"

হারু বলিল,—"আচ্ছা।"

অবিনাশ বলিল,—"আমিও করিব।"

এমন সময় গাছের উপর হইতে চিঁ চিঁ করিয়া একটা পাখীর ছানা হারুর সম্মুখে মাটিতে

পড়িল। ছানাটির ডানায় তখনো ভাল করিয়া পালক উঠে নাই, মাটিতে পড়িয়া ছানাটি কাঁপিতেছে, ডানার পাশ দিয়া রক্ত পড়িতেছে। বোধ হয় চীলে ছোঁ দিয়া নিয়াছিল।

দেখিয়া হারুর কি যে কষ্ট হইল, তাহা বলিবার নয়। আহা, কি করিয়া ছানাটিকে বাঁচাইবে। হারু ছানাটিকে তুলিয়া লইল।

রহিম, অবিনাশ ছুটিয়া আসিল—

—"কি ভাই। কি ?

—দেখি, দেখি।"

পথের পাশে কাঁটালগাছের উপর চিঁচি মিঁচি করিয়া ছানার মা বাপ এ ডাল হইতে ও ডালে ও ডাল হইতে এ ডালে লাফাইয়া পড়িতেছিল। রহিম বলিল,—"গ্যাখ্ ভাই, বোধ হয় এই শালিকের ছানা।" হারু বলিল,—"ভাই, গ্যাখ্ পণ্ডিত মহাশয় যে বলিয়াছেন, পশু পাখীদেরও আমাদেরই বাপমার মত ছেলের জন্য মমতা, তা' তো সত্যি। আয় ভাই ছানাটিকে আমরা বাসায় তুলিয়া দিয়া আসি।"

হারু গিয়া ছানাটিকে বাসায় তুলিয়া দিয়া আসিল।

রহিম, অবিনাশ, হারু, সকলে মিলিয়া দেখিতে লাগিল, ছানার মা বাপ ছানাটিকে পাইয়া কেমন আদর করিতেছে।

সেই দিন হইতে হারু ক্ষুদের কণা নিয়া কাঁটাল গাছের তলায় ছড়ায়, শালিকেরা আসিয়া খায়। তার পর ছানাটি বড় হইলে, ছানাটিও আসিয়া খায়। রহিম, হারু, অবিনাশের তাহাতে কত আনন্দ! এখন ছানাটির কেমন সুন্দর পাখা হইয়াছে, ফুরুৎ ফুরুৎ করিয়া উড়িয়া আসে। তাহাদিগকেই দেখিতে আসে বুঝি?

হারুরা তাহার বন্ধু, সে হারুদের বন্ধু।

আজ নরু আসিয়াছে, রহিমেরা আসিয়াছে, রহিম আর অবিনাশ তাহাদের বাড়ীতে ছোট ছোট বাগান করিয়াছে, সেই কথা বলিতেছিল। উকি দিতেই দেখিতে পাইল, হারুদের কুঁড়ের কোণের শশাগাছ হইতে কে শশা ছিঁড়িতেছে। সকলে গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল,—"কে রে তুই? তুই শশা কেন রে ছিঁড়িলি?"

সে এক ভিখারীর ছেলে। ভিখারীর ছেলে কাঁদিয়া ফেলিল। দুই দিন ধরিয়া খাইতে পায় না, ক্ষুধার জ্বালায় শশা ছিঁড়িয়াছিল। সে কথা বলিয়া, ভিখারীর ছেলে দুই চক্ষের জল ছাড়িয়া দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আহা, হারুর চক্ষে জল আসিল। হারু বলিল,—"আহা ভাই, ওর তো বড় কষ্ট! ভাই, উহাকে আর কিছু বলিস্ না।"

নরুদেরও চক্ষু ভিজিয়া জল আসিতেছিল। মুছিল। ভিখারীর ছেলের হাত ধরিয়া শশা দুইটি তাহার হাতে দিয়া, হারু বলিল,—"ভাই, শশা দুইটি তুই নে। তোর ক্ষুধা পাইয়াছে, ঘরে মুড়ি আছে, আয় ভাই, খা'বি।"

নরু, অবিনাশ, রহিম, হারু, সকলে তাহাকে নিয়া গিয়া মুড়ি, নূণ, আনিয়া দিল।

ছেলেটিকে খুঁজিতে খুঁজিতে লাঠি ভর করিয়া সেই সময় তাহার বুড়া মা সেখানে আসিয়াছে। সকল দেখিয়া, বুড়ী,—"আহা এমন সোণার বাছা তোরা কে রে?" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ছেলেটি মুড়ি পাইয়াছে, আনন্দে ছুটিয়া মার কাছে গেল।

বুড়ীও তখন শুধুই চারিটি মাত্র চা'ল পাইয়াছে; হারু বলিল,—"কি পাইয়াছ, দেখি।—আহা, এই চারিটি চা'লে তোমাদের কি হইবে?" হারু আর চারিটি চা'ল দিল, গাছে তিন চারিটা লাউ ছিল, একটা লাউ দিল। কতকটি সিম্ দিল।

বুড়ীর দুই চক্ষু দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া পড়িতে লাগিল; ছেঁড়া কাণি পরণ, আঁচল নাই, দুই হাতের পিঠ দিয়া, বুড়ী, চক্ষের জল মুছিতে লাগিল।—

দুঃখিনী ভিখারিণী; আহা, এতটুকু ছেলে এমন করিয়া তাহার দুঃখ বুঝিল! ভিখারিণী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,—"আহা বাবা, এমন মিষ্টি কথা তো কেহ বলে নাই; বাবা, তুই রাজা হ।"

সারাপথ ভিখারিণী কত আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গেল। নরু, অবিনাশ, রহিম, সকলেরই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

সে দিন সন্ধ্যার সময় হারুর বাপ বাড়ী আসিয়া দেখে, গাছে একটি লাউ নাই। বলিল,—"হারু, লাউ কি হইল?"

হারু চুপ করিয়া রহিল। তাহার বুকের মধ্যে দুরু দুরু করিতেছিল।

তাহার পর হারু, ছল ছল চক্ষে তাহার বাপের মুখের দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে সকল কথা বলিল।

শুনিয়া হারুর বাবা, হারুকে বুকের মধ্যে টানিয়া নিয়া, তাহার মাথায় চুম খাইলেন।

সে রাত্রে হারু কত সুখে ঘুমাইল।

এইরূপে যত আশীর্ব্বাদ দিনে দিনে হারুর জন্ত ফুলের মত হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(১)
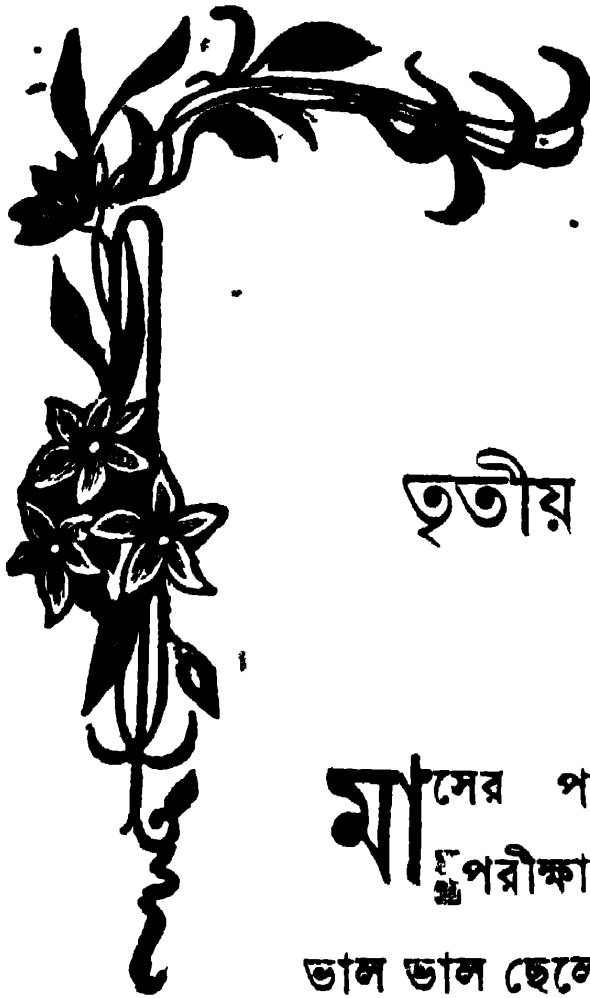
মাসের পর মাস গেল। পরীক্ষার আর অল্পদিন বাকী ভাল ভাল ছেলেরা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। পরীক্ষার পড়া করিবার জন্য ছেলেরা ছুটি পায়; ছুটি পাইয়া ভাল ছেলেরা খুব মন দিয়া পড়িতে লাগিল। মন্দ ছেলেগুলার

স্ফূর্ত্তি। কেহ ফাঁকি দিয়া ছুটি লইয়া গিয়া লাটাই কিনিয়া ঘুড়ি উড়ায়, কেহ খেলিয়া বেড়ায়, কেহ বা বাড়ীতে গিয়া ঘুমায়।

এই সব ছেলেরা নিজেরাই ফাঁকিতে পড়িতেছে; পরীক্ষার সময় শূন্য পাইবে।

হারু প্রত্যহ পাঠশালায় আসিয়া সেই কোণটিতে বসিয়া পড়ে। পণ্ডিত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হারু, তুমি তো ছুটি লইলে না।" মাথাটি নীচু করিয়া, হারু বলিল,—"এখানে যে আপনারা আছেন যখন যেটুকু বুঝিতে না পারি, জিজ্ঞাসা করিয়া লই। বাড়ীতে কি এমন পড়া হইবে।" শুনিয়া পণ্ডিত-মহাশয় বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। নিজে কাছে কাছে থাকিয়া যখন যেটুকু হারুর দরকার তখনই সেটুকু তাহাকে বুঝাইয়া দেন।

এইরূপে হারুর সকল পড়া বেশ্ সুন্দররূপে তৈয়ার হইল।

তাহার পর, ক্রমে—

পরীক্ষার দিন আসিল।

আজ পরীক্ষা

নূতন দোয়াত, নূতন কালি, নূতন কলম, ভাঁজ-করা কাগজ হাতে, শান্ত ভাবে সকল ছেলে আসিয়া পরীক্ষা দিতে বসিল।

ছেলেগুলার কেহ কেহ পরীক্ষা দিতে আসিলই না। কিছুই পড়ে নাই, কি পরীক্ষা দিবে? যে দুই একটা আসিল, প্রশ্ন দেখিয়া এক একটা অক্ষরকে যেন তাহাদের বাঘের মুখ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কোনটা উস্মু খুস্মু করিতে লাগিল। কোনটা কতক্ষণ কাক বক আঁকিল। কোনটা কাগজে দুই এক পাতা কালির আঁচড় পাড়িয়া রাখিয়া, পলাইয়া বাঁচিল,——"বাপ্!"

চারু যেখানে পরীক্ষা দিতে বসিয়াছে, তাহারই কাছে চাকরে খাবার ঢাকিয়া নিয়া বসিয়া ছিল; প্রশ্নের ছাপার অক্ষরগুলা দেখিয়া চারুর তখনই

ক্ষুধা পাইতে লাগিল। বারে বারে গিয়া খাবার খাইয়া আসিতে লাগিল। শেষে রসগোল্লাও চারুর কাছে তিত লাগিতে লাগিল। চারুর অসুখ অসুখ করিতে লাগিল। চারুর মাথা ধরিল। চারু চলিয়া গেল।

আর হারুর ?—

কি সুন্দর ছাপার অক্ষরের প্রশ্নগুলি।—দেখিয়া হারুর প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। হারু দেখিল, সবগুলিই সুন্দর সহজ প্রশ্ন; সবগুলিই তাহার জানা। হারু শান্ত মনে, ধীর ভাবে একে একে সবগুলি প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া যাইতে লাগিল। আজ হারুর বুক-ভরা সুখ; হারু যে এতদিন মন দিয়া পড়িয়াছে, আজ হারুর নূতন কলমটির মুখে সেই আনন্দ, সেই সুখ, সুন্দর হাতের লেখার অক্ষরে পরীক্ষার কাগজ খানি ভরিয়া, যেন মণিমুক্তার মালার মতন হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

(২)

পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আর কি ? চারু আর পঞ্চুরা এখন সারাদিন চারুদের বাগান-বাড়ীতে হরিণের শিঙে দড়ি বাঁধিয়া তাহার পিঠে চড়ে; কয়েকটা ছিপ তৈয়ার করিয়াছে, বড়শী ফেলিয়া পুকুরে মাছ ধরে; কি মজা! পঞ্চু বলে,—"ভাই, শুনিয়াছিস্ ঘোষবাড়ীর ঠাকুরদা কি বলিয়াছেন ?—

লিখিবে পড়িবে মরিবে দুঃখে,
মচ্ছ ধরিবে খাইবে সুখে !"

চারু, মতি, নিবারণ, সকলে হাসিয়া গলিয়া পড়ে,—"বাঃ!

—বেশ্ তো রে বেশ্!"

দুষ্টগুলির ইহারই মধ্যে আর এক কি কুশিক্ষা হইয়াছে জান ? ছি, ছি, ছি!—পঞ্চু, নিবারণ কোথা হইতে চুরি করিয়া তামাক আনে, সকলে মিলিয়া লুকাইয়া তামাক খায়!

তাহাদের মুখের কি দুর্গন্ধ!! যখন কাছে আসিয়া কথা কয়, তখন সে গন্ধে বমি আসে। তামাক খাইয়া

এক একটার চেহারা বিশ্রী হইয়া যাইতেছে ;—কোনটার বুকের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, কোনটার পেট জোড়া প্লীহা হইয়াছে, কোনটার ওষ্ঠ কালি-ময় হইয়াছে ; চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, গাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; যখন চক্ষু বুজিয়া হুকায় টান মারে, দাঁত বাহির করিয়া ধোঁয়া ছাড়ে, তখন এক-একটাকে ঠিক বাঁদরের মতন দেখা যায়। তামাক খাইয়া এক-একটার কাসি হইয়াছে, খক্ খক্ করিয়া কাসিয়া মরে, হুকায় টান দিয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া পড়িয়া যায়।

ছি ছি ছি! চারুও এই তামাক খাওয়া শিখিয়াছে!

মাছ ধরে, তামাক খায়, আর যত দুষ্টে মিলিয়া নিত্য যত নূতন নূতন দুষ্টামীর যুক্তি! আড়াল হইতে কাহার মাথায় ঢিল ছুড়িবে, কাহাকে কুকুর লেলাইয়া দিবে, কাহার গাছের ফল চুপি চুপি পাড়িয়া নিয়া আসিবে, যদি কেহ দেখিয়া ফেলে,—তো, চারুই সঙ্গে আছে,—জোর করিয়া পাড়িয়া আনিবে!!

দুষ্টেরা, আর তাহাদের সঙ্গে চারু, এই সব করিতে লাগিল।

ছি! ছি! ছি!

(৩)

পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, পড়াশুনা এখন আর বেসি কিছু নাই ; বামণ পিসীর ওখানে গিয়া হারু এখন রোজ রামায়ণ পড়িয়া শুনায় ; রহিমের ওখানে গিয়া অবিনাশের ওখানে গিয়া, তাহাদের বাগান দুইটি সুন্দর করিয়া সাজাইয়া দিয়া আসে। বাড়ীতে কাজকর্ম্ম যেগুলি আছে, সেগুলি করে। হারুর কাছে, সব বিষয়, সব কাজ, সকলই যেন এখন বেশ্ ভাল লাগে।

কত কথা হারুর মনে উঠে। খেলার কথা, পড়ার কথা, পরীক্ষার কথা, বাড়ীখানির কথা, বাবার কথা, কত কথা। আর কি একটি কথা হারুর মনে হয়? হারুর মনখানি ভরিয়া মনে হয়— ভগবানের দয়ার কথা। ভগবানের দয়ায়ই তো হারুর বাপ হারুকে পড়াইতে পারিয়াছেন, তাঁহারই দয়ায়ই তো হারু আজ পরীক্ষা দিতে পারিয়াছে। ভগবানের দয়ার কথা ভাবিতে ভাবিতে হারুর দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসে, দুই চক্ষু বাহিয়া জল গলিয়া পড়ে।

সে দিন হারু নদীর পাড়ে বসিয়া ছিল। মনে পড়িতেছিল, তাহার আপন হাতে লাগান ফুলগাছের ছোট ছোট ফুলগুলি, সেগুলিও তো ভগবানের সৃষ্টি; এই নদী, এই বাতাস, এই আকাশ, এও তো ভগবানের সৃষ্টি। এই পৃথিবী, পৃথিবীর যত মানুষ, পশু, পক্ষী; পুস্তকে যে পড়িয়াছে কত পাহাড়, পর্ব্বত, সমুদ্র; এই সবই ভগবানের সৃষ্টি। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, সব ভগবানের সৃষ্টি।

—আর? আর, হারুর বাপ, হারু, তাহারাও ভগবানের সৃষ্টি! হারুর মনের মধ্যে কেমন এক আনন্দ হইতে লাগিল।

হারু যে—

রামায়ণে পড়িয়াছে,—

তুমি বিশ্বপতি অগতির গতি,
তব সৃষ্টি বিশ্ব চরাচর।
তুমি জল স্থল, অনিল অনল,
তৃণ লতা ভূধর সাগর॥

তুমি দয়াময় তুমি সমুদয়—
—এই নিখিল জনের প্রাণ।
তুমি সব হেতু, করুণার সেতু,
তুমি প্রভু আছ সর্ব্ব স্থান॥

হারুর মনের মধ্য হইতে, সেই কথাগুলি যেন, গুন্ গুন্ করিয়া গানের সুরে উঠিতে লাগিল।

হারু জোড় হাত করিয়া ভগবানকে প্রণাম করিল।

তখন সন্ধ্যা। নদীর জলে জ্যোৎস্না ঢালিয়া, গাছের পাতায় জ্যোৎস্না ঢালিয়া, সুন্দর চাঁদ, বট-গাছের পাশ দিয়া রূপার থালাখানির মত উকি দিয়া উঠিয়াছে।

(৪)

পরীক্ষার পর কতক দিন চলিয়া গিয়াছে।

এক দিন পাঠশালায় যাইবার পথগুলি পরিষ্কার দেখাইতেছে, পাঠশালা-ঘরের পুরাণ বেড়াগুলি সব নূতন হইয়াছে; কলাগাছের উপর নানা রঙের কাগজ, বড় বড় কাগজের ফুল, আর ঝালর দিয়া সাজান সুন্দর এক ফটক উঠিয়াছে, তাহাতে কত নিশান উঠিতেছে, কত কি লেখা রহিয়াছে, তাহার মধ্যে কত বড় বড় করিয়া লেখা—

স্বাগত

এটি হারুর হাতের লেখা।

পাঠশালা-ঘরের পুরাণ খুঁটিগুলি নারিকেলের পাতায় আর দেবদারুর পাতায় সাজিয়াছে, দরজায় দরজায়

কাগজের ফুল, ঝালর, তাহার মধ্যে শ্রেণীর নাম লেখা। কাগজের ফুলগুলি শ্রেণীর নামের চারি দিক ঘিরিয়া রহিয়াছে, ঝালরগুলি বাতাসে ঝিল্ মিল্ করিয়া উঠিতেছে, ফুর্ ফুর্ করিয়া উড়িতেছে। তাহার নীচে গাঁদাফুলের মালা দুলিতেছে।

চারি দিকে কত ছোট ছোট কাগজের নিশান খস্ খস্ করিয়া নড়িয়া পত পত করিয়া খেলিতেছে।

কেন জান ?

আজ পাঠশালায় সভা। সহর হইতে ইন্স্পেক্টর আসিবেন। পাঠশালায় সভা হইবে।

পণ্ডিত মহাশয়েরা ব্যস্ত, ছেলেদের মধ্যে হৈ হৈ। পাঠশালার সকল ছেলেকে পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরিয়া বেশ্ ভদ্রভাবে পাঠশালায় আসিতে হইবে, পণ্ডিত মহাশয়রা এই কথা বলিয়া দিয়াছেন। যত ছেলেরা বাপ মার কাছে নূতন কাপড়, নূতন পোষাক চাহিয়া লইতেছে।

খোকন্ বাবু বড়ই মুস্কিলে পড়িল। কোন্ পোষাক পরিয়া যাইবে ?

এ পোষাকটা ভাল নয়। ও পোষাকটা আবার পোষাক! ওটা; ওটা ক'দিন আগে দু'তিন দিন পরিয়াছে। এটার গলার কাছে ফুল নাই। ঐটা; ওটাও তো এক দিন পরিয়া গিয়াছিল; সকলে দেখিয়াছে।

নূতন বাক্সের সকল পোষাক বাহির হইল। বাছিয়া, বাছিয়া, এক পোষাক—খুব নূতন, চারু সেই পোষাক পরিয়া যাইবে।

খাইয়া দাইয়া, খোকন্,
সাজ গোজ করিল।

"কি সিঁথিই করিয়া দিয়াছে, সোজা!"—
—আয়নায় দেখিয়া খোকন্ সিঁথি ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

"পোষাক এখানে উঁচু হইয়া রহিয়াছে, ওখানটায় ফুলিয়া রহিয়াছে। জুতা মস্ মস্ করে না"—পা ঝাঁকি দিয়া চারু জুতা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

তাড়াতাড়ি চাকরেরা পোষাক ঠিক করিয়া দিল, বাঁকা সিঁথি কাটিয়া দিল, আর এক জোড়া ভাল জুতা আনিয়া দিল; সে জোড়া পায়ে দিয়া হাঁটিতেই মস্ মস্ মস্ মস্ শব্দ করিতে লাগিল

—স্বাগত —　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　১২—পৃ

১০—পৃষ্ঠা।　　　　　—"কি সিঁথিই করিয়া দিয়াছেন,—সোজা

—"কেমন বাজনীকা পরিয়াছি"—　　　　　　　　১২—

"ছ্যাখ্ তো, এখন কেমন !"

বাঃ !

আর কি ? তখন জুতা মস্ মস্ করিতে করিতে খোকন্ বাবু সকাল সকাল পাঠশালায় গেল। আজ সকল ছেলের মধ্যে খোকন্-বাবুর সাজ,—ইস্,—চক্ মক্ ঝক্ ঝক্ করিতেছে। খোকন্ বাবু পঞ্চুদের সঙ্গে মিলিয়া স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হারুর জামা নাই। হারু বলিল,—"বাবা, জামা-দিয়া কি হইবে ; আমার চাদর আছে, চাদর ভাল করিয়া কাচিয়া লই। কাপড় একটু ময়লা হইয়াছে, কাপড়ও কাচিয়া লই।"

ক্ষার দিয়া বেশ্ করিয়া হারু কাপড় চাদর কাচিয়া আনিল।

বাঁশের উপর শুকাইতে দিয়াছে, এমন পরিষ্কার হইয়াছে যে, রৌদ্রে ধব্ ধব্ করিতেছে।

খাইয়া দাইয়া সেই কাপড় চাদর পরিয়া, পুথি পত্র নিয়া, বাপকে প্রণাম করিয়া হারু পাঠশালায় গেল।

দূর হইতে ঐ যে ফটক দেখা যায়। আজ তাহাদের পাঠশালা কি সুন্দর দেখা যায়! ফটকের লেখাটি কত দূর হইতে দেখা যাইতেছিল; দূর হইতে ছোট দেখাইতেছিল, হারু যতই কাছে আসিতেছিল, লেখাটি ততই যেন বড় দেখাইতে লাগিল।

পাঠশালায় গিয়া হারু, যেখানে রহিমেরা বসিয়া ছিল, সেইখানে গিয়া এক পাশে বসিল।

পঞ্চু নিবারণেরা ইহার নূতন জামার পকেটে ধূলা পূরিয়া দিতেছিল, উহার চাদরের কোণ টুলের পায়ায় বাঁধিয়া দিতেছিল, কাগজের ফুল ছিঁড়িয়া নিয়া কপালে লাগাইয়া বলিতেছিল,—"ছ্যাখ্, কেমন রাজটীকা পরিয়াছি!"

খোকন্ চারু টেবিলের উপরের ফুলের তোড়াগুলিকে একবার নিয়া এদিকে রাখিতেছিল, একবার নিয়া ওদিকে রাখিতেছিল, ফুল ছিঁড়িয়া নিয়া শুঁকিতেছিল, আর বুক ফুলাইয়া মস্ মস্ করিয়া গিয়া জ্যাঠা ছেলের মত পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা

করিতেছিল,—"পণ্ডিত মহাশয়! ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় কখন্ আসিবেন?

এখনও আসেন না কেন?"

এমন সময় দূরে 'হুম্ হাম্' পাল্কীর শব্দ শুনা গেল।—ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় আসিতেছেন।

পণ্ডিত মহাশয় সকলকে চুপ করিতে বলিলেন। সকল ছেলে শিষ্ট শান্ত হইয়া বসিল। কেবল, চারু, আর দুষ্ট ছেলেগুলি, উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল।

ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় আসিলেন। দেখিতে দেখিতে সভা বসিয়া গেল। চারিদিকে সব চুপ।

একে একে ইন্‌স্পেক্টার মহাশয়ের পাল্কী হইতে ও কি কি জিনিষ আনিয়া টেবিলের উপর সাজান হইয়াছে?—ওগুলি বই? চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। আর, ওটি কি?

ছোট লাল বাক্স।

আমার সুন্দর পাঠক ! আজ এ
কিসের সভা—তোমরা কি, জান ?

জান না ?—

আজ রূপনাথপুর পাঠশালার—

পুরস্কার বিতরণের সভা।

আস্তে আস্তে ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় উঠিয়া স্নেহমাখা স্বরে বলিলেন,—"বালকগণ ! আজ আমি তোমা-দিগকে একটি বড়ই আনন্দের সংবাদ দিব। তোমরা উত্তম পরীক্ষা দিয়াছ ; আর—তোমাদেরই এক জন, পরীক্ষায় এই **বিভাগে সর্ব্বপ্রথম** হইয়াছে।"

পণ্ডিত মহাশয়দের মুখ আনন্দে ভরিয়া গেল। সকল ছেলে আনন্দ করিয়া উঠিল। তখন প্রথম ডাক পড়িল কাহার ?—কোন্ ছেলে পরীক্ষায় বিভাগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হইয়াছে ?—

হারু।

পুরস্কার-বিতরণ সভা।
—হীরা জরীর পোষাক পরা

সকলের চক্ষু হারুর দিকে পড়িল। রহিম, নরু, সকলের মন যেন আহ্লাদে ভরিয়া গেল।

হারু, মনে মনে ভগবানকে প্রণাম করিয়া, আস্তে আস্তে টেবিলের কাছে আসিল। মাথা নোয়াইয়া ইন্‌স্পেক্টার মহাশয়কে নমস্কার করিয়া, দাঁড়াইল। আহা হারুর মনে হইতে লাগিল,—"কতক্ষণে গিয়া বাবাকে এই সংবাদ দিব!" হারু মনের মধ্যে তাহার বাবার স্নেহ-ভরা মুখখানি দেখিতে ছিল।

ঝক্‌ঝকে' বড় বড় বইগুলি হারুর হাতে তুলিয়া দিয়া ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় বলিলেন,—"সকল ছেলে দেখ, তোমাদের সমপাঠী, পরীক্ষায় প্রথম হইয়া, প্রথম বৃত্তি আর প্রথম পুরস্কার পাইল।"

তাহার পর ছোট লাল বাক্সটি খুলিয়া, ইন্‌স্পেক্টার মহাশয়, ঠিক একটা মোহরের মত ঝক্‌ঝকে' ও কি বাহির করিলেন?

ছেলেরা দেখিল, লাল ফিতায় বাঁধা মস্ত একটা মোহর।

সেই মোহরটি হারুর গলায় পরাইয়া দিয়া ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় বলিলেন,—"আর কি পাইয়াছে, জান? এবার গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক বিভাগীয় পরীক্ষায় প্রথম ছেলের জন্য এক-একটি সোণার পদক পুরস্কার দিয়াছেন; এই দেখ, তোমাদের পাঠশালার মাণিক, এই সোণার ছেলে, বিভাগে সর্ব্বপ্রথম হইয়া সেই সোণার পদক পুরস্কার পাইয়াছে।"

সোণার পদক হারুর গলায় ঝল্‌মল্‌ করিতে লাগিল।

চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল।

হারুর কপাল বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরিয়া গেল। হারুর মুখ খানি রাঙা হইয়া উঠিল। সেই সভার মধ্যে হারুকে তখন হীরা-জরীর পোষাক পরা শত রাজপুত্রের অপেক্ষাও সুন্দর দেখাইতেছিল।

হায়! চারুর এত পোষাক, এত সোণার হার,—সে গুলি হারুর সোণার পদকের আলোর কাছে ছাইয়ের মত কাল হইয়া গেল। কালমুখে চারু মাথা হেট করিয়া বসিয়া রহিল।

রহিম, নরু, অবিনাশ, ইহারাও একে একে ভাল ভাল বই পুরস্কার পাইল।

চারু?—সভার মধ্যে চারুর নামও কেহ লইল না।

আজ চারুর চক্ষে জল আসিতে লাগিল।

এমন সময় হঠাৎ পাঠশালায় গোল উঠিল। বোঁ করিয়া একটা ঢিল আসিয়া ইন্স্পেক্টার মহাশয়ের সম্মুখে টেবিলের উপর পড়িয়াছে!—"কে ছুড়িয়াছে?" "কে ছুড়িয়াছে?"—

পণ্ডিত মহাশয় ধূলা কাদা মাখা ভূতের মত চেহারা কয়েকটা ছেলের কাণ ধরিয়া টেবিলের সম্মুখে নিয়া আসিলেন। সকলে দেখিল,—সেগুলি সেই দুষ্টগুলি—পঞ্চু, নিবারণ, মতি, ভূতো, আর হরিশ!

উহারা ইহারই মধ্যে একটি ছেলের জামা টানাটানি করিয়া ছিঁড়িয়া দিয়াছে, তাহার পর এ বলে তুই ছিঁড়িয়াছিস্, ও বলে তুই ছিঁড়িয়াছিস্, ও বলে তুই ছিঁড়িতে বলিয়াছিস্,—গালাগালি, ঝগড়া, মারামারি, শেষে ঢিল ছোড়াছোড়ি করিতেছিল।

রাস্তার ধূলা, পাশের ডোবার কাদা মাখামাখি করিয়া এক একটার চেহারা যে হইয়াছে,—

বাঃ !

ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় বলিলেন,—"এ কি !"

"এগুলি হনুমান্ ।—"

বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় পাঁচটা গাধার টুপি তৈয়ার করাইলেন। সকল ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমরা কেহ সোণার পদক, কেহ ভাল পুস্তক পুরস্কার পাইয়াছ, আর দেখ এই হনুমানগুলিকে আমি কি চমৎকার পুরস্কার দিই।" বলিয়া, গাধার টুপিগুলি দুষ্ট ছেলে পাঁচটার মাথায় পরাইয়া দিয়া এটাকে ওটার কাণ ওটাকে এটার

কাণ ধরাইয়া বারান্দায় সারি দিয়া দাঁড় করাইয়া দিলেন।

—"তোমাদের এই পুরস্কার।"

কেমন চমৎকার হইয়াছে। এক একটা টুপির মধ্যে—

এই রকম লেখা,—
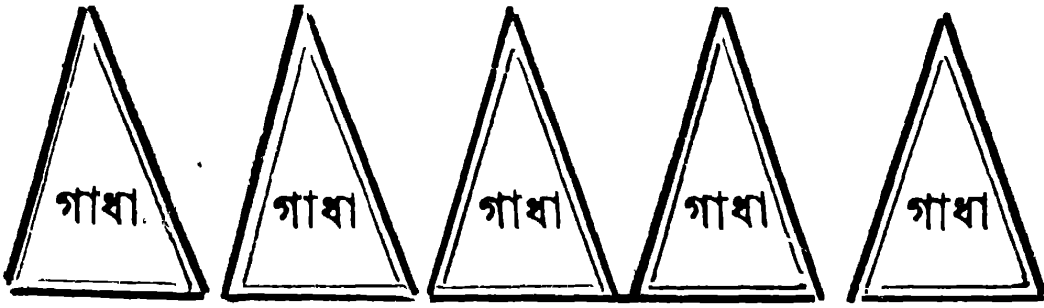
আগে যেমন রাজটীকা পরিয়াছিল, এখন তেমনই রাজমুকুট পাইল।

কাদামাখা পোষাক আর এই চমৎকার পুরস্কার দেখিয়া পাঠশালার সকল ছেলে রাস্তার সকল লোক, হাসিতে লাগিল।

সভা ভাঙ্গিয়া গেল।

হারুকে ঘিরিয়া সকল ছেলের জয়ধ্বনি। হারু সকল গুরুজনকে প্রণাম করিল। ইন্স্পেক্টার মহাশয়

আশীর্ব্বাদ করিলেন, পণ্ডিত মহাশয়েরা আশীর্ব্বাদ করিলেন; সোণার পদক গলায় হারু বাপের পায়ে প্রণাম করিতে চলিল।

একা একা

কাল মুখ চারু বাড়ী গেল।

দুষ্টগুলি আর কি করিবে? এ উহার কাণে, ও উহার কাণে, **চিম্‌টি কাটিতে**——— লাগিল!

——বাপের পায়ে প্রণাম করিতে চলিল।

——একা একা কাল-মুখ চারু বাড়ী গেল——

চিমটি কাটিতে লাগিল।

কথাসাহিত্যসম্রাট

দক্ষিণারঞ্জনের

বাংলার

—স্বর্গ—

বঙ্গোপন্যাস

ঠাকুরদাদার

ঝুলি

রাজ পঞ্চম সংস্করণ—২৲

বাংলার বই

****

বাঙ্গালীর বই

বাংলার

—স্বপ্ন—

ঠাকু'মার ঝুলি

রাজ নবম সংস্করণ—দেড় টাকা

আশুতোষ লাইব্রেরী

অন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম | ৫নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা | পাটুয়াটুলি ঢাকা